একদিন দেশটির হাল ধরবেন হাকীম আলীরা

যদি বলা হয়, এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে দেশপ্রেমিকের বড়ই অভাব- কথাটি খুব একটা অগ্রাহ্য হবে না কোথাও। কিন্তু একটু খটকা লাগবে যখন শোনা যাবে, এ দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যেই দেশপ্রেম আছে এবং 'উই শ্যাল ওভার কাম'। আর এ কথাটি যিনি বলছেন তিনি শুধু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না, অন্তঃকরণে বিশ্বাসও করছেন 'প্রতিটি মানুষ দেশপ্রেমিক'। আর একদিন এ প্রেমই রচনা করবে একটি উন্নত বাংলাদেশ। ঠিক এরকম বিশ্বাস মনে-প্রাণে ধারণ করেন শাইখ সিরাজ।

হুমায়ূন আহমেদের রচনায় যেমন কমন চরিত্র আছে 'হিমু' কিংবা 'মিসির আলী'। বিটিভিতে মাটি ও মানুষ করার সময় শাইখ সিরাজের সৃষ্ট তেমন একটি চরিত্র ছিলো 'হাকীম আলী'। হাকীম আলী যেন বাংলাদেশের ব্যক্তিসাফল্যের একজন অন্যতম রূপকার। আর এই হাকীম আলী চরিত্রটি দেখে দেশে কত শিক্ষিত বেকার তরুণ, যুবক, গৃহিণী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি পেশাজীবী যে নিজেদের সাফল্যের একেকটি উদাহরণে পরিণত করেছেন তার হিসাব নেই। আজ বাংলাদেশের এমন জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন কিংবা গ্রাম নেই, যেখানে হাকীম আলীর একজন উত্তরসূরি নেই। একজন ঔপন্যাসিক তার প্রিয় চরিত্রটির সঙ্গে নিজের চিন্তা-চেতনার একটি সাদৃশ্য রাখেন। চরিত্রটির উপলব্ধি, পথচলা, এগিয়ে যাওয়া সবকিছুর মধ্যেই নিজের একটি ছায়া পড়ে যায় তার অজান্তেই। শাইখ সিরাজ টেলিভিশনের মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে হাকীম আলীকে এঁকেছিলেন নিজস্ব ভাবনা ও সৃষ্টিশীলতা দিয়ে। গ্রামের একজন সহজ-সরল উদ্যোমী যুবক হাকীম আলী। একদিন জানতে পারলো মাছ চাষের কলাকৌশল। তারপর পুকুরে মাছ চাষ শুরু করে এলাকার মানুষের মধ্যে নিজেই আলোচনায় পরিণত হলো। গ্রামের মানুষ ভাবছে, মাছ চাষে অনেক ঝামেলা, কিন্তু হাকীম আলীর উদ্যোমই সবার কাছে সে ঝামেলা পানি করে দিচ্ছে। মৌসুম শেষে হাকীম আলী ১০০ টাকার কড়কড়ে নোট গুনছে আর তার বউ উঠোনের চুলোয় ভাসা তেলে মাছের মুড়ো ভাজছে। তেলে-ঝোলে লোভনীয় মাছের মুড়ো ভাজার শব্দ। বহুমুখী ও তাৎপর্যবহ একটি দৃশ্যপট। এ দৃশ্যপট যেকোনো টিভি দর্শকের জিহ্বায় পানি আনতে বাধ্য। যা দৃশ্যটি দেখার পরপরই আপাতঃ একটি প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এর গভীরেই রয়েছে হাকীম আলী নামের এক যুবকের সুখ ও সমৃদ্ধির এক স্বপ্নময় উত্থানের আখ্যান। আর এ দৃশ্য পাগল করেনি কাকে? যে দেখেছে সেই যেন নিজের মনের মধ্যে এঁকেছে একজন হাকীম আলীর চেহারা।

হৃদয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠান শুরুর মাস ছয়েক আগে শাইখ সিরাজ ক্যামেরাম্যান শহীদুল্লাহ টিটন, অনুষ্ঠানের সহকারী জাকির হোসেন জ্যাকি ও আমাকে কৃষিবিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বর্তমান কৃষিচিত্র জানার জন্য তিনদিনের জন্য ময়মনসিংহে পাঠিয়েছিলেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নানা তথ্য সংগ্রহের পর আমরা বিভিন্ন কৃষি সাফল্য খুঁজতে একেবারে গ্রামে চলে যাই। বেশ আশ্চর্য হই গ্রামাঞ্চলে শাইখ সিরাজের একচেটিয়া পরিচিতি দেখে। আমাদের ময়মনসিংহ প্রতিনিধি শেখ মহিউদ্দিন আগেই তিন-চার দিন ধরে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সফল কৃষক, খামারীদের মোটামুটি একটি তালিকা প্রস্তুত করেই রেখেছিলেন। আমরা যাই লেবু চাষি ইব্রাহিম সরকারের বাড়িতে। একজন সফল ক্রীড়ামোদী মানুষ তিনি। বয়স ষাটের কোটায়। বেশ ক'বছর হলো শুরু করেন লেবু চাষ। এর মধ্যেই গড়েন এক বিস্ময়কর সাফল্য। তার বাড়ির চারা থেকে লেবু গাছ ছড়িয়েছে শুধু ময়মনসিংহ নয়, বলা যায় সারা বাংলাদেশে। আর অর্থনৈতিকভাবে ঈর্ষণীয় সচ্ছলতা আসে ঈব্রাহিম সরকারের। হৃদয়ে মাটি ও মানুষের পরীক্ষামূলক কাজ হিসেবে তার সাফল্যের কথাবার্তা ক্যামেরায় ধারণ, তদারকি ও নিজে মাইক্রোফোন ধরে সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রথমবারের মতো অনুভব করেছিলাম, সাফল্যের গল্প কেন মানুষকে টানে। সেদিন আমারই মনে হচ্ছিল, ব্যক্তিচেতনা, নিজস্ব পরিশ্রম ও কৌশল কাজে লাগিয়ে যে সাফল্যের নজির সৃষ্টি করে তা দেখে সকল শ্রেণীর, সকল পর্যায়ের মানুষই উদ্বুদ্ধ হতে বাধ্য। এর পরপরই গিয়েছিলাম ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জের ফুলিয়ামারি গ্রামের মৎস্য চাষি ও হ্যাচারি মালিক নূরুল হকের খামারে। তার মুখের কথা শুনে আরেকবার অবাক হই। তিনি আনন্দমোহন কলেজ থেকে গণিতে সম্মান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের পর চাকরি নামের সোনার হরিণের পেছনে না ছুটে স্বপ্ন দেখেন হাকীম আলী হওয়ার। নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করে নেন, একজন হাকীম আলী স্বাধীন এক স্বপ্নের রূপকার। প্রবল আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রম হাকীম আলীকে সুখ ও সমৃদ্ধির যে দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছে, তারচেয়ে বড় আর কিছুই হতে পারে না- ভেবেছিলেন নূরুল হক। বাবা-মাসহ সব আত্মীয়স্বজনের অমতেই তিনি শুরু করেন মাছের চাষ। একই সঙ্গে শুরু করেন ছোট পর্যায়ে মাছের পোনা উৎপাদনের কাজ। তবে তার কাজটি ছিলো একটু ব্যতিক্রম। তিনি চিন্তা করেন দেশের বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় জাতের মাছের পোনা উৎপাদন করবেন। যে মাছগুলো দেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর জাতকে কোনো রকমে টিকিয়ে রাখার এক কঠিন দায়িত্ববোধে জেগে ওঠেন তিনি। দশ বছরের মধ্যেই নূরুল হক হয়ে ওঠেন সত্যিকারের একজন হাকীম আলী। তার বাৎসরিক আয় দাঁড়ায় পঞ্চাশ লক্ষাধিক টাকায়। পাশাপাশি বিলুপ্তপ্রায় দেশী জাতের পোনা উৎপাদন করে দেশব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। এখন নূরুল হকও বহু মানুষের স্বপ্নেরই প্রান্তসীমা। অনেকেই স্বপ্ন দেখেন একজন নূরুল হক হওয়ার। হাকীম আলীর স্বপ্নে উজ্জীবিত এমন বহু ব্যক্তি-সাফল্যের উদাহরণও এখন দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে।

শাইখ সিরাজ তার ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা থেকে প্রায়শই বলেন, পরিশ্রমী ও আত্মবিশ্বাসী প্রতিটি মানুষই দেশের জন্য কাজ করে চলেছেন। যার যার অবস্থানে থেকে দেশকে টিকিয়ে রাখছেন তারাই। আমরা তো শুধু তার ব্যক্তি-সাফল্যই দেখছি, দেখছি তার অর্থ উপার্জনের চিত্র। কিন্তু দেশের সব মানুষের জন্যই এরা নীরবে রেখে চলেছেন অসামান্য ভূমিকা। আমাদের অর্থনীতিকে কোমর সোজা করে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন এঁরাই। টেলিভিশনে হাকীম আলীর মতো একটি উন্নয়ন মনস্ক উদ্যোমী সফল মানুষকে দেখে উজ্জীবিত হয়ে যে দেশের অসংখ্য যুবক কয়েক বছরের মধ্যে সাফল্যের নজির দেখাতে পারে, সে দেশ কোনো দিনই পিছিয়ে থাকবে না। এ দেশের প্রতিটি মানুষই উন্নয়ন মনস্ক। শুধু ইতিবাচক সুযোগের অভাব। আমাদের দেশে সফল ও আত্মবিশ্বাসী উৎপাদকগোষ্ঠী যখন সংখ্যায় আরো বৃদ্ধি পাবে, তখন নিজেদের প্রয়োজনেই তারা দেশটিকে এগিয়ে নেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। সুসংগঠিত হবে। কার্যত হাকীম আলীরাই ধরবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রার হাল।

Aw`Z¨ kvnxb